ছাত্র আন্দোলনের মুখে ঝিনাইদহ ছাড়লেন ডিসি

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক এসএম রফিকুল ইসলাম। এছাড়া ঝিনাইদহ ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মীর আবিদুর রহমান ও সদর থানার এস আই ফরিদ।

আজ রবিবার সকালে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের আন্দোলনের মুখে ৩দিনের ছুটি নিয়ে কর্মস্থল ছাড়লেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক এসএম রফিকুল ইসলাম। একই সময়ে সরিয়ে দিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান ও এসআই ফরিদ কে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা কর্মীরা জেলা প্রশাসকের দুর্নীতি, দলীযকরণ, ঘুষ বাণিজ্য ও অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য পাচারের অভিযোগ এনে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও করে। তারা জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরেন। ছাত্রদের তোপের মুখে জেলা প্রশাসক এসএম রফিকুল ইসলাম ৩দিনের ছুটি নিয়ে কর্মস্থল ছেড়ে যান। এরপর ছাত্ররা ঝিনাইদহ পুলিশ সুপারের সাথে দেখা করে তারা সদর সার্কেল মীর আবিদুর রহমান ও সদর থানার এসআই ফরিদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাদের অপসারণের দাবি জানান। ছাত্রদের দাবির প্রেক্ষিতে তাদেরকে ঝিনাইদহ থেকে সরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন পুলিশ সুপার আজিম উল আহসান। আশ্বাস পেয়ে ছাত্র নেতৃবৃন্দ সেখান থেকে ফিরে আসেন।

সেসময় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আবু হুরায়রা, সাইদুর রহমান, এলমা খাতুন, রত্না খাতুন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি এসএম সোমেনুজ্জামান সোমেন, সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর রহমান মানিক, ইবি ছাত্রদলের আহ্বায়ক শাহেদ আহমেদ ও ছাত্রদল নেতা ইমরান হোসেন, বখতিয়ার মাহমুদ, মাহবুব আলম মিলু, সাকিব আল হাসান, আব্দুস সালামসহ অন্যান্য ছাত্র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগর উপজেলা সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে ডিসির মতবিনিময়

চুয়াডাঙ্গার নবাগত জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমার সঙ্গে মতবিনিময় করছেন জীবননগর উপজেলার সরকারি কর্মকর্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিকেরা।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে জীবননগর উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।
সভায় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃহাফিজুর রহমান বলেন, দৌলৎগঞ্জ-মাজদিয়া স্থলবন্দর ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। কর্মকর্তারা ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এ স্থলবন্দরের নামে বেতন পেয়েছেন। স্থলবন্দরটি সঙ্গে ভারতীয় দূরত্ব বাংলাদেশের যেকোনো স্থলবন্দরের থেকে কম।

জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার হাসিনা মমতাজের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক কিসিঞ্জার চাকমা বলেন, চুয়াডাঙ্গা একটি সম্ভবনাময় জেলা। আমি জীবননগরসহ চুয়াডাঙ্গার চার উপজেলাকে সন্তানের মতো দেখি। আমি জীবননগরে আসার আগে ইউএনওকে দৌলৎগঞ্জ-মাজদিয়া স্থলবন্দরের বিষয়ে সরেজমিনে প্রতিবেদন দিতে বলেছিলাম। ইতিমধ্যে প্রতিবেদন পেয়েছি। আমি দৌলৎগঞ্জ-মাজদিয়া স্থলবন্দর চালুর বিষয়ে উর্ধতন কতৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করব। তবে এ বিষয়ে আমাদের বন্ধু রাস্ট্র ভারতের আগ্রহ কেমন সেটি জানতে হবে।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. হাফিজুর রহমান, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈসা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকী, জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার ভুমি তিথি মিত্, জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম মোর্তুজা, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, সাধারণ মানুষের আবু মো. আব্দুল লতিফ অমল।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রধানরা।

মেহেরপুরের সাংবাদিকদের সাথে ডিসির মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও মতবিনিময় সভা করেছেন মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো: শামীম হাসান।

আজ মঙ্গলবার (২৫ জুলাই) বিকালে জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে এই মতবিনিমিয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (আইসিটি) আব্দুল কাদির ও ডিডি এলজি শামীম হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মাহাবুব চান্দু, সিনিয়র সাংবাদিক রফিক উল আলম, যমুনা টিভির সাংবাদিক রামিজ আহসান।

এসময় মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাব, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দ ও জেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট, অনলাইন ও টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসক জেলার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। এসময় সাংবাদিকরাও আগামীতে জেলা প্রশাসককে নিয়ে বিভিন্ন কথা তুলে ধরেন।

আলেম সমাজকে হাদিস ও কোরআনের

সঠিক ব্যাক্ষা তুলে ধরতে হবে - ডিসি মুনসুর আলম খান

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, আলেম সমাজকে হাদিস ও কোরআনের সঠিক ব্যাক্ষা সমাজের মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। তাই আলেম সমাজকে আগে সময় জ্ঞান ও প্রাসঙ্গিকতা বুঝে এবং সব কিছু সঠিকভাবে জেনে তাদের দায়ীত্ব পালন করতে হবে।

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের শিক্ষকদের অংশগ্রহণে আয়োজিত বিশেষ সমন্বয় সভায় সভাপতিত্বের বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা প্রশাসক এসব কথা বলেন।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে এই বিশেষ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত সমন্বয় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইফা’র মেহেরপুর জেলার উপপরিচালক (ডিডি) আশরাফ আলী।
ইফা’র মাঠ কর্মী আমানুল্লাহ আমানের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাঠ কর্মী মনিরুল ইসলামসহ অন্যান্যরা।

সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক আরো বলেন, এই জেলায় ইফার আওতায় ৮৫ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। সঠিকভাবে তাদের ইসলামি জ্ঞান দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। এসব শিক্ষার্থীদের দায়ীত্ব পালন করতে হবে ইফার শিক্ষকদেরই।

তিনি বলেন, আমাদের সমাজে অনেকেই ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চাই। সমাজের একজন সচেতন আলেম হিসেবে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেনো কেউ ধর্মের অপব্যক্ষা দিয়ে সমাজের মানুষকে জঙ্গিবাদের দিকে নিয়ে যেতে না পারে।

জেলা প্রশাসক বলেন, রাস্ট্রের নাগরিক হিসেবে কিছু দায়ীত্ব সবাইকে পালন করতে হবে। সামাজিক সম্প্রীতি, ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে সব ধর্মের উপর শ্রদ্ধাবান হতে হবে। কোমলমতি শিশুদের অন্য ধর্মের মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধাবান করে গড়ে তুলতে আপনাদের কোনো বিকল্প নেই।

তিনি বলেন, পুলিশ বা জেলা প্রশাসন দিয়ে মাদক নির্মুল সম্ভব নয়। তাই মাদক নির্মুলে ইফার শিক্ষককে লড়তে হবে। যারা সমাজে মাদক বিক্রি ও নেশার সাথে জড়িত তাদের চিহিৃত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। মাদকের সাথে যারাই জড়িত তাদের সঠিকভাবে চিহিৃত করার জন্য ধর্মীয় নেতাদেরই এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি।

জেলা প্রশাসক আরো বলেন, সমাজে অনলাইন জুয়া এখন একটি ভয়াবহ ব্যাধিতে পরিণত করেছে। অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শিক্ষকদের এগিয়ে আসার আহবান জানান জেলা প্রশাসক। শিশুদের মোবাইল ফোন ব্যবহারের দিকে লক্ষ রাখতে হবে যেনো তারা ফোনের খারাপ দিকগুলো পরিহার করে ভাল দিকগুলো নিতে পারে।

এই বিশেষ সমন্বয় সভায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ও জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে পুরুষ ও নারী শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দিনব্যাপি এই বিশেষ সমন্বয় সভায় বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকরা মনোমুগ্ধকর ইসলামিক সঙ্গীত পরিবেশন অনুষ্ঠানের মাধুর্যতা বাড়িয়ে তোলে।

আলমডাঙ্গায় স্বামী-স্ত্রী- কন্যাসহ আরো ৫ জনের করোনা শনাক্ত

আলমডাঙ্গায় স্বামী-স্ত্রী-কন্যা সহ আরো পাঁচজনের করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ৮টায় প্রত্যকের করোনা রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে। এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় মোট করোনা রোগীর সংখ্যা দাড়ালো ৯২ জনে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ জানান, করোনার উপসর্গ দেখা দেয়ায় গত বৃহস্পতিবারে ৫ জনের নমূনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়ার পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। শনিবারে প্রত্যকের করোনা পিজিটিভ রেজাল্ট এসেছে।

এর মধ্যে পৌরসভার গোবিন্দপুর গ্রামের একই পরিবারের চাল ব্যবসায়ী, তার স্ত্রী ও কন্যার করোনা রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে।

এছাড়া, গত বৃহস্পতিবারে কালিদাসপুর ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামে করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধি ফিরোজ মাহমুদের করোনা পজিটিভ এসেছে। তিনি মৃত্যুর আগে গোপালগঞ্জে একটি ঔষধ কোম্পানীতে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

করোনা উপসর্গ দেখা দেয়ায় তিনি কর্মস্থল ছেড়ে আলমডাঙ্গার পাইকপাড়া গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন। এবং গত বৃস্পতিবারে করোনা উপসর্গ নিয়েই মৃত্যুবরণ করেন। সেদিনই তার নমূনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়ার পিসিআর র্যাবে পাঠানো হয়।

আর একজন পৌরসভার কলেজপাড়ার বাসিন্দা। তিনি চুয়াডাঙ্গা ডিসি অফিসে কর্মরত রয়েছেন বলে জানা গেছে।

কুড়িগ্রামের ডিসিকে প্রত্যাহার, আরিফুলের জামিন

বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে মধ্যরাতে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে একবছরের সাজা পাওয়া সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম রিগ্যান জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। অন্যদিকে এই সাংবাদিককে সাজা দেয়ার পেছনে জেলা প্রশাসক (ডিসি) সুলতানা পারভীনের সম্পৃক্ততা ও আচরণের অসঙ্গতির প্রমাণ পাওয়ায় তাকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আজ রোববার সকালে বাংলা ট্রিবিউনের কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি আরিফুল ইসলামের আইনজীবী অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেনের আবেদনের পর কুড়িগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. সুজাউদ্দৌলা তাকে জামিন দেন। জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর তাকে কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তবে অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেনকে আইনজীবী নিয়োগ নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। আরিফ মুক্ত হওয়ার পর জানিয়েছেন, জেল কর্তৃপক্ষ তার কাছে

একটি ওকালতনামা পাঠায়। তাকে বলা হয় পরিবার পাঠিয়েছে। এই কথা বলে স্বাক্ষর নেওয়া হয়। তবে পরিবারের কেউ ওকালতনামায় স্বাক্ষর নেওয়ার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও কাগজ পাঠাননি।

গত শুক্রবার (১৩ মার্চ) মধ্যরাতে বাড়ির বেড়া ভেঙে ঢুকে স্ত্রী- সন্তানদের সামনে থেকেই তুলে নিয়ে যাওয়া হয় আরিফুল ইসলামকে। তার বাসায় আধা বোতল মদ ও দেড়শ’ গ্রাম গাঁজা পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ আনা হয়। এরপর গভীর রাতে জেলা প্রশাসকের অফিসে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়ে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। সূত্র-বণিক বার্তা

এ নিয়ে দেশজুড়ে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীরা বলছেন, অবস্থা বেগতিক দেখার পর জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীন নিজের লোকজনদের দিয়ে আরিফের পরিবারের সঙ্গে কথা না বলেই কৌশলে তার কাছ থেকে স্বাক্ষর নিয়ে তাকে জামিন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। যদিও বিষয়টি এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।

এদিকে অভিযুক্ত জেলা প্রশাসক (ডিসি) সুলতানা পারভীনের সম্পৃক্ততা ও আচরণের অসঙ্গতির প্রমাণ পাওয়ায় তাকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

রবিবার (১৫ মার্চ) সচিবালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, ‘শুধু ডিসি নয়, এই ঘটনার সঙ্গে অন্য যেসব কর্মকর্তা জড়িত ছিল নিজ নিজ ভূমিকা বিবেচনায় নিয়ে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জনমনে শনিবার থেকে যত প্রশ্ন উঠেছে সব প্রশ্নের সত্যতা তদন্তে পাওয়া গেছে।’

এসময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘এক-দুজন কর্মকর্তার দায় সরকার বা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নেবে না।’

বিভাগীয় কমিশনারের খসড়া প্রতিবেদন হাতে পেয়েছি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘স্বাক্ষরযুক্ত প্রতিবেদন কিছুক্ষণের মধ্যে পেয়ে যাবো। খসড়াতে যা দেখেছি সেটাই চূড়ান্ত প্রতিবেদন হবে। যেহেতু জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর তাই আদেশে তার স্বাক্ষর লাগবে। ফলে দোষীদের বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেটি এখনই বলা ঠিক হবে না।’

আরিফের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে তিনি বলেন,

‘তিনি ইতোমধ্যে জামিনে মুক্ত হয়েছেন। যেহেতু প্রতিবেদনে সব উল্লেখ আছে এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি সেহেতু একসময় তিনি নির্দোষ প্রমাণ হবেন।’